দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পূর্ণ হইলেও অদ্যাবধি আমাদের দেশের শিক্ষার হার ৩০ শতাংশের কোঠা পার হইতে পারে নাই। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় করিতেছেন। শিক্ষিত জনবল তৈয়ারীর নিমিত্তে সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পাশাপাশি সরকার গত ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে দেশের অগ্রসরমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে কলেজ শাখা অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু করিবার অনুমতি দেন। যাহার ফলে সমগ্র দেশের প্রায় ৫০০/৬০০টি উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের কার্যক্রম কলেজ শাখা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু ঐ বছরই ঐ সমস্ত বিদ্যালয়কে কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় কলেজ শাখায় ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটস্থ সরকারী কলেজের কোড নম্বর ব্যবহার করিয়া বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ৯৭ সনের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাহারা পরবর্তী বছর একই পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কথা হইল, যাহারা ২য় বার পরীক্ষা দেওয়ার পরও অকৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। শোনা যাইতেছে, তাহাদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে আর সুযোগ দেওয়া হইবে না। সাধারণভাবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর নিয়মিত একজন ছাত্র পরপর চারবার পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু নূতন কলেজে ভর্তি হইবার কারণে তাহাদের ক্ষেত্রে কি নূতন নিয়ম কার্যকর হইবে? এমতাবস্থায়, তাহাদের ভবিষ্যৎ কী? সারাদেশের বহু শিক্ষার্থী আজ এই অবস্থার সম্মুখীন। তাঁহাদের ব্যাপারে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। বিষয়টির প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোহাম্মদ রায়হান মিয়া,
সোনারগাঁ জিআর ইনস্টিটিউশন কলেজ,
আমিনপুর, নারায়ণগঞ্জ।